২। 'বর্তমান রাস্তা ঘাটের দুরবস্থা'– বিষয়ে একটি প্রতিবেদন রচনা কর। [রা. বো. '১২]
অথবা, তোমার এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন চেয়ে একটি প্রতিবেদন তৈরি কর। [ঢা. বো. '১৩]

প্রতিবেদনের প্রকৃতি	:	বিশেষ প্রতিবেদন / সংবাদ প্রতিবেদন
প্রতিবেদনের শিরোনাম	:	বর্তমান রাস্তা ঘাটের দুরবস্থায় সাধারণ মানুষের সীমাহীন দুর্ভোগ
সরেজমিনে তদন্তের স্থান	:	'ক', 'খ', 'গ' স্থানের রাস্তাঘাট (সড়কপথ)
প্রতিবেদন তৈরির সময়	:	...
তারিখ	:	...
সংযুক্তি	:	৫ কপি ছবি ('ক', 'খ', 'গ' স্থানের রাস্তার দুরবস্থার চিত্র)।

বর্তমান রাস্তা–ঘাটের দুরবস্থায় সাধারণ মানুষের সীমাহীন দুর্ভোগ

আজকাল রাস্তাঘাটে পায়ে হেঁটে বা যানবাহনে চলাফেরা রীতিমত বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়িয়েছে। বর্তমান রাস্তা-ঘাটের দুরবস্থার কারণে একদিকে যেমন অসহনীয় যানজটের সৃষ্টি হচ্ছে তেমনি প্রতিনিয়ত বাড়ছে সড়ক দুর্ঘটনা। ফলে সাধারণ মানুষের দুর্ভোগ চরম সীমায় পৌঁছেছে। অপ্রসস্থ রাস্তাঘাট, অতিরিক্ত যানবাহন, নিয়মহীন চলাচল, উপচে পড়া অগণন মানুষের ভিড়, উপরন্তু রাস্তাঘাটের বেহাল অবস্থা সব মিলিয়ে মানুষের জীবন আজ বিপর্যস্ত, ভয়াবহ।

স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবার পর বাংলাদেশের সড়ক পথের যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হলেও তা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই অপ্রতুল। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা, অপরিকল্পিত ও ভারসাম্যহীন নগরায়ণ, যানবাহনের সংখ্যা বৃদ্ধিসহ নানা কারণে রাস্তাঘাটের পরিস্থিতি ক্রমেই দুর্বল ও ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে ওঠেছে। রাস্তাঘাটের দুরবস্থার চিত্র প্রতিদিনই খবরের কাগজে কিংবা টেলিভিশনে দেখা যায়, সে সঙ্গে জনগণের কী পরিমাণ দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে তা সরেজমিনে প্রতিবেদন আকারে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টাও করা হয়। সে সঙ্গে রাস্তাঘাটের দুরবস্থার কারণ ও প্রতিকার চেয়ে প্রশাসনের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ, ওয়ার্ড কমিশনার, চেয়ারম্যান, স্থানীয় সংসদ সদস্য সবাইকেই অবগত করানো হয়। তৎক্ষণাৎ সবাই আশাভরসা দিয়ে বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে নিলেও দিন কয়েক পরেই তা গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে। তখন রাস্তাঘাটের দুরবস্থার সঙ্গে সাধারণ মানুষের দুরবস্থার আর কোনো পার্থক্য থাকে না। প্রকৃতপ্রস্তাবে, রাস্তাঘাটের দুরবস্থার চিত্রটি যেমন সত্য তেমনি বাস্তবসত্য হল এর পেছনে নিহিত নানাবিধ অবকাঠামোগত কারণ।

০১. রাস্তাঘাটের দুরবস্থার কারণ

১,১. দেশের সড়ক ব্যবস্থাপনা অর্থাৎ সড়কগুলোর কার্যকর পরিকল্পনা, উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণের অভাব।

১.২. অপরিকল্পিত নগরায়ণ। জনসংখ্যা বৃদ্ধি, আবাসন সংকট ও নগরায়নের সঙ্গে তাল মিলিয়ে রাস্তাঘাটের প্রয়োজনীয় সংস্কার ও উন্নয়ন না হওয়ায় যোগাযোগ ব্যবস্থা বিশেষত সড়কপথ ভারসাম্যহীন ও দুর্বল হয়ে পড়েছে।

১.৩. অপরিকল্পিতভাবে ওয়াসা, ডেসা, গ্যাস, টেলিফোন, টেলিগ্রাফ এবং বেসরকারি সংস্থা বিজ্ঞাপন বিলবোর্ডসহ নানা কারণে প্রায়ই জনবহুল রাস্তাসহ আবাসিক রাস্তাতেও খোঁড়াখুঁড়ি করে। খোঁড়াখুঁড়ির পর পুনরায় রাস্তাটি মেরামত না করা।

১.৪. রাস্তায় ওভারব্রিজের স্বল্পতা, ট্রাফিক আইন না মানা এবং রাস্তা পারাপারে নিয়ম মেনে না চলা, আধাপাকা ও কাঁচা রাস্তায় অতিরিক্ত মাল ও যাত্রী বোঝাই যানবাহন চলাচল করা, যত্রতত্র গাড়ি পার্কিং করা ইত্যাদি।

১.৫. পরিকল্পিত পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা গড়ে না ওঠায় সামান্য বৃষ্টিতেই দেখা দেয় জলাবদ্ধতা।

Scanned with CamScanner

১.৬. টেকসই ও পরিকল্পিত রাস্তাঘাটের উন্নয়ন, সংস্কারের অভাব। অধিকাংশ রাস্তা অপ্রসস্ত ও সংকীর্ণ। জনসাধারণের যাতায়াতের জন্যে ২৫% ফুটপাত থাকার কথা, কিন্তু তা নেই। আবার যেটুকু আছে তার অধিকাংশ স্থান কলকারখানা, হোটেল, রেস্তোরা ও ফেরিওয়ালাদের দখলে। এসব রাস্তায় ভাঁসমান দোকানপাট থেকে শুরু করে পানের দোকান, চায়ের দোকান, কাপড়ের দোকান, ফলের দোকান, মাছের বাজার, তরকারির দোকান বসে। রাস্তার অনেকাংশে যত্রতত্র বাসস্ট্যান্ড, ট্রাকস্ট্যান্ড ও টেম্পোস্ট্যান্ড দখল করে রেখেছে। এছাড়া আবাসনের ক্ষেত্রে যে নিয়ম রয়েছে অর্থাৎ রাস্তার জন্যে যতটুকু স্থান রাখার কথা বাড়ির মালিক তা রাখেন না; ক্ষেত্র বিশেষে রাস্তা দখলের ঘটনাও ঘটে। এসব কারণে রাস্তা সংকীর্ণ ও অরক্ষিত হয়ে পড়ছে।

০২. প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ

২,১. দেশে সুসংহত যোগাযোযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলা। রাস্তাঘাটের সংস্কার ও আধুনিকায়ন করা।

২.২. পরিকল্পিত নগরায়ণ ও রাস্তাঘাটের উন্নয়নে মাস্টার প্লান মাফিক প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা। কঠোরভাবে আইন প্রয়োগ করে যথাযথ মেরামতের মাধ্যমে সড়ক সংরক্ষণ ও ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।

২.৩. রাস্তা নির্মাণে দক্ষ নির্মাতা ও আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার করা। ট্রাফিক নিয়ম মেনে চলতে হবে। রাস্তার বাইরে বহুতলবিশিষ্ট পার্কিং সুবিধা সৃষ্টি করতে হবে। অবৈধ দখল উচ্ছেদ করে ফুটপাত ও রাস্তাঘাট সবসময় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে।

২.৪. কিছু কিছু প্রধান ও অপ্রধান সড়কে ভারী যানবাহন চলাচল নিষিদ্ধ করা। প্রয়োজনে ভারী যানবাহনের জন্যে ভিন্ন সড়ক নেটওয়ার্ক তৈরি করতে হবে।

২.৫ দেশের সড়কগুলোর কার্যকর পরিকল্পনা, উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে বর্তমানের 'সড়ক শ্রেণিবিন্যাস'কে যৌক্তিক করে সকল সড়কের জ্যামিতিক মান অনুসারে পুনর্বিন্যাস করতে হবে। এক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক রীতিনীতি ও দেশীয় চাহিদা বিবেচনায় রাখতে হবে।

২.৬. সড়ক ব্যবস্থাপনার জন্য জরুরিভিত্তিতে একটি সড়ক তহবিল গঠন করা উচিত। এ ধরনের তহবিল ছাড়া বর্তমান রাস্তাঘাটের টেকসই রক্ষণাবেক্ষণ দুরূহ হবে।

২.৭. সড়ক ও জনপথ বিভাগ এবং গ্রামীণ নেটওয়ার্কের রক্ষণাবেক্ষণ বাজেট বাড়াতে হবে এবং সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ ও সংরক্ষণের কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।

২.৮. দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রশাসনকে নিজ নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে এবং নাগরিক দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির যথাযথ ব্যবস্থা নিতে হবে।

আমার বিশ্বাস এসব ব্যবস্থা গৃহীত হলে বর্তমান রাস্তাঘাটের যে দুরবস্থা তা দ্রুত নিরসন হবে।

Scanned with CamScanner

আইন-শৃঙ্খলার চরম অবনতি : সাধারণ মানুষ বিপাকে

সম্প্রতি ঝিনাইদহ শহরে সার্বিক আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির চরম অবনতি ঘটেছে। গত দুই মাসে চারটি ডাকাতি, তিনটি খুনের ঘটনাসহ ছোট-বড় কয়েকটি চুরির ঘটনাও ঘটেছে। সন্ত্রাসী, চাঁদাবাজি, ভাঙচুর, খুনখারাবিসহ শহর এলাকায় ছিনতাই নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গত ৫ মার্চ তারিখে শহরের কেন্দ্রে অবস্থিত চৌধুরী বাড়িতে একদল ডাকাত এসে অস্ত্রের মুখে জোরপূর্বক বাসার ভেতর ঢুকে প্রায় ৫ঁাচ লাখ টাকার স্বর্ণালঙ্কারসহ নগদ ১ লক্ষ টাকা নিয়ে যায়। একই রাতে উপশহর এলাকায় একটি বাড়িতে ডাকাতি হয়। ডাকাতরা একজনকে হত্যাসহ প্রায় দু লক্ষ্যাধিক টাকার মালামাল নিয়ে যায়।

ঝিনাইদহে সম্প্রতি একটি খুনের ঘটনা ঘটেছে। স্থানীয় চরমপন্থী বলে কথিত একদল সন্ত্রাসী শহরের একটি বাড়িতে হানা দিয়ে একই পরিবারের দুজনকে খুন করে পালিয়ে যায়। সন্ত্রসীদের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ থাকা সত্ত্বেও থানা কর্তৃপক্ষ মামলা গ্রহণে অস্বীকৃতি জানাচ্ছে।

উঠতি বয়সী ছেলেরা এখানে বেপরোয়া জীবনযাপন করছে। তারা পাড়ার যেখানে-সেখানে দাঁড়িয়ে জটলা পাকায়, অশোভন অঙ্গভঙ্গি করে এবং নানা প্রকার আপত্তিকর মন্তব্য ছোঁড়ে। তারা বয়স্ক নারী-পুরুষকে যখন তখন লাঞ্ছিত করে। তারা প্রায় প্রতিদিনই মারামারি আর ঝগড়া-ফ্যাসাদে লিপ্ত থাকে। দোকান ভাঙচুর, হোটেল ভাঙচুর এ-এলাকার নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। এলাকার বাসিন্দারা তাদের ভয়ে সব সময় তটস্থ থাকে। সন্ধ্যার পর এখানকার রাস্তায় যাতায়াত করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছে। প্রায় প্রতিদিনই এখানে ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটছে। এ মাস্তানরা সংঘবদ্ধভাবে পথচারীকে হয়রানি করে। অস্ত্র দেখিয়ে তারা ঘড়ি, অর্থ, ব্যাগ ইত্যাদি ছিনতাই করে। মাঝে মাঝে দোকানে দোকানে চাঁদা ওঠায়। এলাকার ব্যবসায়ী কিংবা ঠিকাদারদের কাছ থেকে মোটা অঙ্কের টাকা আদায় করে নেয়। যারা চাঁদা দিতে চায় না, তাদের তারা বেদম মারধর করে এবং অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করে। সম্প্রতি তারা টোবাকো কোম্পানির এক ঠিকাদারের বাসায় আক্রমণ চালায় এবং বাসার জিনিসপত্র ভাঙচুর করে। জীবনের ভয়ে ওই ঠিকাদার অভিযোগ করা তো দূরের কথা টু শব্দটিও করে নি। রাতে তারা যেখানে-সেখানে আড্ডা জমায়। রাত দশটার পরে রাস্তা দিয়ে কোনো ভদ্রলোক হেঁটে যেতে পারে না। সন্ধ্যায় যখন লোডশেডিং হয় তখনই তারা উৎসব জমিয়ে ফেলে। এলাকাটি ক্রাইম জোন হিসেবে পরিচিত এবং এখানকার অনেক খবর ইতোপূর্বে পত্রিকায় ছাপা হয়েছে। কিন্তু কোনো প্রতিকার হয় নি। বরং পত্রিকায় ছাপা হলে তাদের অত্যাচারের মাত্রা আরও বেড়ে যায়। তাই এলাকার জনগণ মুখ বুজে সব সহ্য করে যাচ্ছে।

স্থানীয় জনগণের মধ্যে এসব অপরাধের কারণে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে এবং পুলিশের উপর তাদের আস্থা কমে গেছে বলে অনেকে মনে করেন। তথ্যানুসন্ধানে জানা গেছে, শহরে পুলিশ যথেষ্ট তৎপর নয়। পুলিশী টহলের ব্যাপকতা নেই এবং কোনো ছিনতাইমূলক ঘটনায় বা কোনো গোলযোগে পুলিশ খবর পেলেও তাৎক্ষণিকভাবে উপস্থিত হয় না। অনেক ভুক্তভোগী নিরাপত্তার অভাবে থানায় মামলা দায়ের করে না। আর যারা মামলা করে তাদের ব্যাপারেও তেমন কোনো অগ্রগতি সাধিত হয় না। জনগণ অপরাধমূলক ঘটনায় অতিষ্ঠ হয়ে মহল্লায় মহল্লায় নৈশ প্রহরার ব্যবস্থা করেও পরিস্থিতির কোনো উন্নতি ঘটাতে পারে নি।

স্থানীয় থানা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি সম্পর্কে স্বীকারোক্তি পাওয়া গেছে। থানা কর্তৃপক্ষের ধারণা রাজনৈতিক অস্থিরতার জন্যই সাম্প্রতিককালে পরিস্থিতি খারাপের দিকে যাচ্ছে। থানায় পর্যাপ্ত পুলিশ না থাকায় টহল ব্যবস্থা জোরদার করা যাচ্ছে না, অপরাধী ধরা ও তদন্ত কাজ ব্যাহত হচ্ছে। অন্যদিকে গ্রেফতারকৃত অপরাধী কোর্টে গিয়ে সহজেই জামিন পেয়ে ফিরে এসে পুনরায় অপরাধে লিপ্ত হয়।

এ অবস্থায় এলাকায় শান্তি-শৃঙ্খলা স্থাপনের লক্ষ্যে শান্তিপ্রিয় মানুষ উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সহানুভূতিসাপেক্ষে ও তড়িৎ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রতিক্ষা করছে। আমরা আশা করব আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে দ্রুত প্রয়োজনীয় জরুরি পদক্ষেপ নেবেন।

Scanned with CamScanner

ঐতিহাসিক মুজিবনগর এখন সন্ত্রাসীদের অভয়ারণ্যে পরিণত হয়েছে

'ক' সংবাদদাতা ॥ ৭ মার্চ, ২০০৭ ॥ এক সময়ের ঐতিহাসিক স্থান বর্তমানে শহর মুজিবনগর এখন মাস্তান, চাঁদাবাজ আর নিষিদ্ধ গোপন রাজনৈতিক দলের অবাধ বিচরণভূমিতে পরিণত হয়েছে। এখানে পাড়ায় পাড়ায় মাস্তানী, মারামারিসহ সব ধরনের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড এখন নিত্য দিনের ঘটনা। এলাকার ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলোতে চাঁদাবাজরা নিত্যদিনই হানা দিচ্ছে। ক্লাব বা সংগঠনের নামে দল বেঁধে উঠতি যুবক শ্রেণির ছেলেরা এসে মোটা অংকের চাঁদা দাবি করছে। এমনকি বাড়ি বাড়ি গিয়েও তারা চাঁদা তুলে। কখনো কখনো চাঁদার নামে বিভিন্ন জিনিসপত্র তুলে নিয়ে যাচ্ছে। কেউ চাঁদা দিতে অস্বীকার করলে হুমকি দেয়া হচ্ছে জীবন নাশের।

নিষিদ্ধ ঘোষিত বেশ কিছু রাজনৈতিক দলের কার্যক্রম চলছে অনেকটা প্রকাশ্যেই। শুধু কার্যক্রমই যে চলছে তা নয়, প্রকাশ্যে সেইসব দলের ক্যাডাররা মানুষ জবাইয়ের মতো ঘটনা ঘটাচ্ছে। এভাবে গত দু বছরে এ অঞ্চলে চারটি নৃশংস খুনের ঘটনা ঘটেছে। কিছুদিন ধরে তারা ডাকযোগে অথবা ক্যাডার বাহিনী দিয়ে মোটা অঙ্কের চাঁদার রশিদ পাঠিয়ে নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছে দিতে হুকুম দেয়। অন্যথা অপহরণ কিংবা জীবন নাশের হুমকি দিতে কসুর করছে না। ইতোমধ্যে কয়েকটি অপহরণের ঘটনাও ঘটেছে এবং তাদের দাবি অনুযায়ী টাকা দিতে ব্যর্থ হওয়ায় প্রকাশ্যে দিবালোকে দুজনকে গুলি করে মেরে ফেলে। এ ধরনের নৃশংস সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের সঙ্গে ছোট-বড় অনেক সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হয়েছে মহল্লার স্থানীয় কিছু যুবক। তারা সুযোগ পেলেই দিনের বেলায় স্কুল-কলেজগামী ছাত্রীদের উত্যক্ত করে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রেম নিবেদনে ব্যর্থ হয়ে অ্যাসিড নিক্ষেপের ঘটনাও ঘটাচ্ছে। ইতোমধ্যে যুবতী ছাত্রীকে অপহরণ করে নিয়ে জোর করে বিয়ে করার ঘটনাও ঘটেছে।

দিনের পর দিন সন্ত্রাসীদের নৃশংস কর্মকাণ্ডে এলাকাবাসীর মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। বস্তুত মুজিবনগরবাসী এখন কয়েকজন সন্ত্রাসীর হাতে জিম্মি হয়ে পড়েছে। সন্ত্রাসীদের হাতে মৃত্যুর ভয়ে থানা-পুলিশের কাছে স্থানীয় কোনো লোকজন মুখ খুলছে না। এসব বিষয়ে গোপনে এবং নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক স্থানীয় কিছু লোকজনের সঙ্গে কথা

বলেতে গেলে বেরিয়ে আসে চাঞ্চল্যকর সব তথ্য। বিশ্বস্ত সূত্র থেকে জানা যায়, খোদ থানা ও পুলিশের সঙ্গে এইসব দলের অনেক ক্যাডারদের সম্পর্ক রয়েছে। এর সঙ্গে এলাকার কয়েকজন গণ্যমাণ্য লোকেরও যোগাযোগ রয়েছে। থানায় এ পর্যন্ত সাতটি খুনের মামলা নিয়ে গেলেও মামলা গ্রহণ করা হয়েছে মাত্র দুটি। এ দু মামলায় কয়েকজন ক্যাডার পুলিশের হাতে ধরা পড়লেও কোন এক অদৃশ্য শক্তির বলে তারা আবার ছাড়া পেয়ে যায়। এ অবস্থার মধ্যে এলাকাবাসী আরও অসহায় হয়ে পড়ে সন্ত্রাসীদের কাছে। ইতোমধ্যে অনেকেই নিজ বসতভিটা ফেলে রেখে কিংবা ভাড়া দিয়ে এলাকা ছাড়তে বাধ্য হয়েছে। এলাকাবাসী এখন মানসম্মান ও নিজের জান বাঁচানোর জন্য মরিয়া হয়ে ওঠেছে। এসব সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের বিষয় খতিয়ে দেখার জন্য থানায় গেলে সেসময় কর্তব্যরত কোনো পুলিশ অফিসার পাওয়া যায় নি। ঘণ্টা দুয়েক পরে ভারপ্রাপ্ত একজন পুলিশ কর্মকর্তার কাছে এসব বিষয়ে প্রশ্ন করলে ও জানতে চাইলে সে কোনো সদুত্তর দিতে পারে নি। ভারপ্রাপ্ত পুলিশ অফিসার গতানুগতিক জবাব দেয়— সব ধরনের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড নিয়ন্ত্রণে দ্রুত ব্যবস্থা নেয়া হবে। কিন্তু থানা পুলিশ অফিসারের কর্ম ও কর্তব্যজ্ঞানের যে বেহাল অবস্থা তাতে মনে হয় না এখানে সরকারের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করার দায়িত্বে কোনো লোক আছে। সুতরাং অবিলম্বে সরকারের তরফ থেকে এই অঞ্চলে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় কঠোর নিয়ম প্রয়োগ না করলে, এক সময়ের ব্যবসায়-বাণিজ্যে প্রাণচঞ্চল ও ঐতিহাসিক মুজিবনগর বিরান ভূমিতে পরিণত হবে এতে কোনো সন্দেহ নেই।

Scanned with CamScanner

ইভটিজিং একটি সামাজিক ব্যাধি

ইভটিজিং একটি সামাজিক ব্যাধির নাম। "ইভটিজিং" শব্দটির সাথে আমরা সবাই পরিচিত। এক্ষেত্রে মেয়েরা বেশী পরিচিত। কারণ স্কুল,কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, অফিস, বাসে, রিকশায়, রাস্তায় চলাচলের সময় অথবা বন্ধুদের সাথে দাঁড়িয়ে আড্ডা দেয়ার সময়ে ইভটিজিং এর শিকার হয় মেয়েরা। স্বাভাবিক ভাবে ইভটিজিং বলতে চোখের সামনে এমন এক চিত্র ভাসে যেখানে কিছু স্কুল পড়ুয়া মেয়ে স্কুলে যাচ্ছে পাশ থেকে বখাটে ছেলেরা বাজে মন্তব্য করছে, শিস দিচ্ছে। আসলেই কি বিষয়টা এখানেই সীমাবদ্ধ? নাহ! বাস্তবে বিষয়টা এখানেই সীমাবদ্ধ নয়। বাংলাদেশে ইভটিজিং অন্যতম একটি সামাজিক ব্যাধি। ইভ টিজাররা হয়ে উঠছে বেপরোয়া । তাদের শিকার হয়ে মেয়েরা অনেক সময় আত্মহননের পথ বেছে নিচ্ছে । হত্যারও শিকার হচ্ছে তারা । প্রতিরোধে আইনও আছে, তারপরও থামছে না ইভটিজিং। **(সকল এসাইনমেন্ট সমাধান সবচেয়ে দ্রুত পেতে ভিজিট করুন NewResultBD.Com)**

ইভটিজিং কোন কাব্যিক শব্দ নয়। "ইভটিজিং" নারী নিগ্রহ ও উত্যক্ত নির্দেশক কাব্যিক শব্দ মনে হলেও এর পরিধি এবং ভয়াবহতা ব্যাপক। ব্যাপক অর্থে ইভটিজিং বলতে কোনো মানুষকে বিশেষ করে কোনো নারী বা তরুণীকে তার স্বাভাবিক চলাফেরা বা কাজকর্ম করা অবস্থায় অশালীন মন্তব্য করা, ইঙ্গিতপূর্ণ ইশারা দেয়া, ভয় দেখানো, অশ্লীল অঙ্গভঙ্গি করা, তার নাম ধরে অকারণে ডাকা এবং চিৎকার করা, বিকৃতি নামে ডাকা, কোনো অশালীন শব্দ করা, শীস দেয়া, রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে, যানবাহনে বা জনবহুল স্থানে ইচ্ছে করে ধাক্কা লাগানো, কোনো কিছু ছুড়ে দেয়া, ব্যক্তিত্বে লাগে এমন কোনো মন্তব্য করা, ধিক্কার দেয়া, তাকে নিয়ে হাসি ঠাট্টা করা, পথ আগলে দাঁড়ানো, সিগারেটের ধোঁয়া গায়ে ছাড়া বা কবিতাংশ আবৃত্তি করা, চিঠি লেখা, প্রেমে সাড়া না দিলে হুমকি প্রদান ইত্যাদি ইভটিজিং এর মধ্যে পড়ে। শুনতে

NewResultBD.Com

Scanned with CamScanner

খারাপ লাগলে এ কথাটাও সত্য অনেক শিক্ষিত লোকজন আছে যারা নানান ভাবে নারীদের ইভটিজিং করে।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ইভটিজিংকে বলা হয় সেক্সুয়াল হেরাসমেন্ট। এ সেক্সুয়াল হেরাসমেন্টের জন্ম আমেরিকায়। শব্দটি প্রথম পরিচিতি পায় ১৯৭৫ সালের দিকে। মুসলিম প্রধান দেশ প্রাতিষ্ঠানের রাজনীতিবিদ বা নীতিনির্ধারকগণ তা দেখতে বা বুঝতে আরো একটু বেশি সময় নিতে থাকেন। বাংলাদেশে ১৯৭৬ সালে "দ্যা ঢাকা মেট্রোপলিটিন পুলিশ ইভটিজিং নাম পরিবর্তন করে "ওমেন টিজিং" নাম দিয়ে একে সংজ্ঞায়িত করেন। দেশব্যাপি ব্যাপকতর এই ইভটিজিংয়ের পেছনে রয়েছে নানাবিধ কারণ।

এর মধ্যে কতগুলো কারণ বর্ণনা করা হলোঃ-

১) সামাজিক, সাংস্কৃতিক, পারিবারিক ও নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয়।
২) নারীকে পণ্য ও ভোগবস্তু হিসেবে মনে করা এবং পরবর্তীতে ব্যবহার করা।
৩) নারীর পোশাক ও চলাফেরার প্রতি উগ্র দৃষ্টিভঙ্গি
৪) মোবাইল ফোনের সহজলভ্যতা।
৫) স্যাটেলাইট টিভির অবাধ ও অনিয়ন্ত্রিত প্রদর্শন।
৬) সুস্থ সংস্কৃতিচর্চার অভাব।
৭) পিতামাতার অসচেতনতা।
৮) রাজনৈতিক দাপট।
৯) অসৎ সঙ্গ, মাদকাসক্তি, বেকারত্ব ও অশিক্ষা।
১০) লিঙ্গ বৈষম্যমূলক সামাজিক ব্যবস্থাপনা।
১১) শিক্ষা ব্যবস্থায় সুস্থ চরিত্র গঠন উপযোগী শিক্ষা বাস্তবায়ন না হওয়া।
১২) সুনির্দিষ্ট আইনের প্রয়োগ না থাকা।

NewResultBD.com

ইভটিজিং প্রতিরোধে যা যা করা যেতে পারেঃ-

১) সন্তানের বেড়ে ওঠা এবং সামাজিকীকরণে পরিবারের যথাযথ ভূমিকা পালন করা।
২) সামাজিক আন্দোলন ও প্রতিরোধ জোরদার করা।
৩) ইভটিজারদের সামাজিকভাবে বয়কট করা এবং দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেয়া।
৪) মোবাইল, ইন্টারনেট ও মুক্ত আকাশ সংস্কৃতির ওপর বিধি-নিষেধ আরোপ ও নিয়ন্ত্রিত ব্যবহার নিশ্চিত করা।
৫) সামাজিক মূল্যবোধ ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যকর ভূমিকা পালন করা।
৬) নারীর প্রতি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলা।
৭) সুস্থ বিনোদন ও সংস্কৃতির চর্চা করা।

Scanned with CamScanner

৮)নারীদের পোশাক ও চলাফেরা নিশ্চিত করা।
৯) অশ্লীল চলচ্চিত্র, সাহিত্য, যৌন বিকার ও অপসংস্কৃতির আগ্রাসন রোধ করা।
১০) বেকার যুবকদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা।
১১) নারীদের আত্মপ্রত্যয়ী হতে সাহায্য করা
১২) সমাজের প্রভাবশালী ও রাজনীতিবিদদের চোখ রাঙ্গানো দমাতে হবে এবং
১৩) প্রশাসনের সকলকে নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করা

ইভটিজিং ব্যাধি দূর করণে ও ইভটিজিং এর ভয়াবহ ছোবল থেকে সমাজকে রক্ষার্থে সবচেয়ে বড় ভূমিকা পালন করতে পারে প্রতিটি পরিবার। কারণ পরিবার থেকেই ভালো মন্দের তফাৎ বা নৈতিক শিক্ষার প্রাইমারি ধারণা পেয়ে থাকি আমরা। ছোট সময় থেকেই নৈতিক শিক্ষায় দীক্ষিত করতে হবে। এ থেকে পরিত্রাণ ঘটাতে না পারলে সামাজিক অবক্ষয় চূড়ান্ত রূপ ধারণ করবে। ইভটিজিং রোধে শিক্ষক সমাজও উদ্যোগী ভূমিকা পালন করতে পারে। আপনার সন্তানকে পারিবারিক নৈতিকতা শিক্ষার পাশাপাশি শিশুদের ধর্মীয় শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ করুণ। পবিত্র কুরআনে আছে- "আর তোমরা ব্যভিচারের কাছেও যেয়ো না, নিশ্চয় তা অশ্লীল কাজ ও মন্দ পথ।" (সুরা বনী ইসরাঈল- ৩২)

NewRESULTBD.Com

বর্তমানে ইভটিজিং প্রতিকারে অনেক ধরণের আইনের প্রয়োগ রয়েছে। যেমনঃ দণ্ডবিধি অনুযায়ী শালীনতার উদ্দেশ্যে কোনো মন্তব্য, অঙ্গভঙ্গি কাজ করলে এক বছর পর্যন্ত বিনাশ্রমে কারাদণ্ড বা অর্থদণ্ড বা উভয়দণ্ডে দণ্ডিত হতে পারে। আবার নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন অনুযায়ী অবৈধভাবে যৌনঅঙ্গ বা অন্য কোনো অঙ্গ স্পর্শ করে এবং শ্লীলতাহানি করা হলে অনাধিক ১০ বছর কিন্তু ন্যূনতম তিন বছর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হবে এবং অতিরিক্ত অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হবে। এছাড়া মোবাইল কোর্ট আইন অনুযায়ী ম্যাজিস্ট্রেটের সম্মুখে সংঘটিত বা উদঘাটিত হয়ে থাকলে
তখনই অপরাধ আমলে নিয়ে শাস্তি দিতে পারবেন। উপরিউক্ত আইনের সঠিক প্রয়োগের মাধ্যমে ইভটিজিং প্রতিরোধ করা সম্ভব।
নারী ভগ্নি, নারী বধূ তারা ভোগ্য পণ্য নয়, শ্রদ্ধা ও ভালবাসা পাওয়ার মতো আল্লাহ তায়ালার এক অমূল্য নিয়ামত। আমাদের সমাজে এ বিশ্বাসের লালন করতে পারলেই কেবল আমরা ইভটিজিং থেকে মুক্তি পেতে পারি ।

প্রতিবেদনের শিরোনাম : ইভটিজিং একটি সামাজিক ব্যাধি।
প্রতিবেদকের নাম ও ঠিকানা : মোঃ আরিফ মৃধা, বরিশাল।
প্রতিবেদনের প্রকৃতি : বিশেষ প্রতিবেদন।
প্রতিবেদন তৈরির সময় :৯ সেপ্টেম্বর, ২০২১ রাত ৮:৩০ ঘটিকা।

Scanned with CamScanner